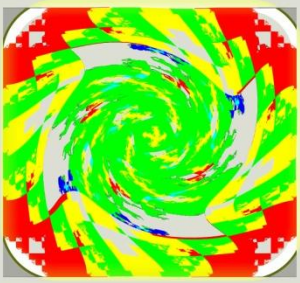

অপার্থিব

গার্গী ভট্টাচার্য

Aparthiba

GARGI BHATTACHARYA

***

COPYRIGHTED MATERIAL

অপার্থিব

****

গার্গী ভট্টাচার্য

Images; Internet, credit goes to them.

রমণ আশ্রম ও আশ্রমিকদের

Ramana Maharshi Maha-nirvana Room

Maharshi`s Idol

প্রতিটি রাশির চেতনা রয়েছে। যেমন মীন রাশি , কর্কট রাশি ইত্যাদি। এগুলি কোনো অজৈব বস্তু নয়। তাই এদের সবার একজন রুলিং ডেইটি আছেন। দুনিয়ার বেশির ভাগ ধর্মই মূর্তি পুজো করে। যেমন প্রাচীণ লোকেরা করতো , এখন হিন্দুরা করে , বৌদ্ধ্য , খ্রীস্টানরা যীশুর মূর্তি এইসব। কেবল মুসলিমরা করেনা। তাও শিয়ারা কিছু তালিস্মান রাখে কিন্তু সুন্নিরা করেনা। সামনে একটি মূরতি থাকলে উপাসনা করতে সুবিধে হয়। কারণ মহাশুন্যে কনশান্ট্রেট করা সহজ নয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে মূর্তি ব্যাতীত পুজো সম্ভব নয়। কিন্তু তাই বলে সমাধিতে শয়তানি শক্তি জাগানো পাপ।

যা এখন মক্কা , মদিনাতে হচ্ছে। অর্গানাইজড্ ক্রাইম গ্যাং ওটা। ওখানে যেহেতু প্রচুর দান আসে শেখ্দের কাছ থেকে পেট্রো ডলারে ও অন্যান্য রহিস্ মুসলমানদের কাছ

থেকে তাই সমস্ত অসহায় মুসলমান মানুষদের ওখানে এনে তা অনাথ শিশুই হোক্ অথবা দরিদ্র যুবক তাদের এনে জন্নৎ এর নামে উগ্রপন্থার ট্রেনিং দেওয়া হয় ওখানে। আর যেহেতু ওখানে ঢালাও খানার ব্যাবস্থা ফ্রিতে কারণ ওদের ধর্মে দানের একটা গুরুত্ব আছে যে সবাইকে ফ্রিতে খাওয়াবে প্রতি শুক্রবার বা অন্যদিন এইসব জিনিস; আর ওটা হেড সেন্টার বলে এইসব খুব হয় তাই ঐ অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা নিয়ে টেররিজম্ প্রিচ করা সহজ ও আয়াতোল্লা ও কাতারের আমিরের রাজকোষ থেকে আর এক্সট্রা টেররিজম্ সংক্রান্ত অর্থ ব্যয় হয়না এরজন্য কোনো আর নিয়মিত মানুষের মাথা মুড়িয়ে চলে ধর্মের নামে হিংস্র ব্যবসা। আর কেউ ওখানে রেড করবে না। ওদের অডিট হবেনা আলাদা কোনো। কোনো ইনকাম ট্যাক্স নেই। আর যা আছে সেটা তাবড় তাবড় ধর্মগুরুরা ঢেকে দেবে তাদের ফেক্ জ্ঞান দিয়ে এবং

দরকার হলে কোরান/হাদিথ বদলে দেবে শয়তানের সাহায্য নিয়ে । কিন্তু আল্লাহ্ এটা হতে দেবেন না । আল্লাহ্ ইজ ভেরি পাওয়ারফুল অ্যান্ড হি হ্যাজ আ ভেরি সফিস্টিকেটেড্ নেটওয়ার্ক অফ্ ডুয়িং থিংক্স ।যেই যুগে যতবড় লজিক জেঁকে বসে সেই যুগে তত বড় অবতার জন্ম নেন লজিক চূর্ণ করতে কারণ গড ইজ নট বিয়ন্ড লজিক । শুধু সবাই সেই লজিক ধরতে সক্ষম নন । তাই তাদের সহজ ভাবে বুঝিয়ে দিতে অবতারেরা আসেন কারণ দানবের কাজ হল ইলিউশানের মধ্যে বসে ডিলিউশান তৈরি করে মানুষকে ভগবানের থেকে দূরে নিয়ে গিয়ে নিজ স্বার্থসিদ্ধি করা ও মনোরোগের শিকার বানানো ।

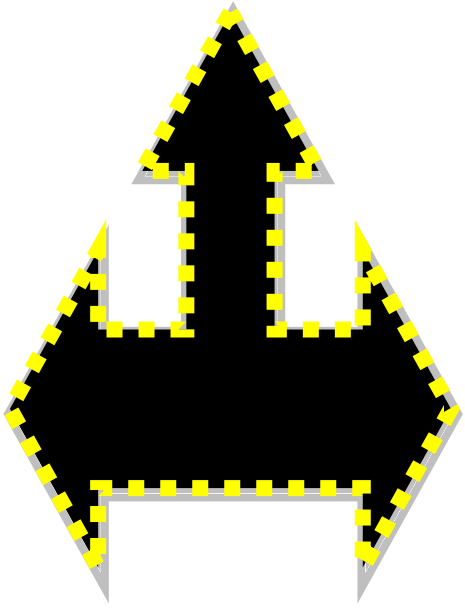

এবারে কিছু অন্য জিনিস লিখি।

আমার সাগ্নিক সপ্তপদীর পরমেশ্বর তো বললাম পতিত হবেন কুবেরের নকুল পদ হতে কিন্তু কি হবেন ? আমাকে অবিশ্বাস করা ও অ্যাবিউজ করা ; নিজ অসুখ লুকিয়ে বিয়ে করা , নিজ ইডিল মা/বোনকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার জন্য এই ফলেন অ্যাঞ্জেল হওয়া ওর ।উনি কুম্ভকর্ণ হবেন কারণ ঐ চেতনা ধার্মিক ছিলেন আর ভগবান বিষ্ণুর দ্বাররক্ষী ছিলেন। শাপিত হয়ে জন্ম নেন ধরাতলে । আর এই মানুষকে ওখানে যেতে হবে কারণ ওকে বিষ্ণুলোকের এনার্জিটা নিজ দেহে ধারণ করতে হবে ও তা করে শিখতে হবে ওখানকার রীতিনীতি। গোমাতা হয়ে জন্মাতে হবে কোনো বিষ্ণু উপাসকের আলয়ে।

আর ঋষি অরবিন্দ ও প্রভুপাদজীর মত বৈষ্ণব শক্তিকে ভক্তি করতে শিখতে হবে।

সব এনার্জি একত্রিত হয়ে সুন্দরভাবে যখন ছন্দশ্রী হয় তখনই একমাত্র মোক্ষলাভ সম্ভব। ইগোকে কম করে ফেলতে পারলে এই জন্ম নিতে হয়না নচেৎ ওখানে জন্ম নিয়ে শিক্ষা পেতে হয়। কারণ ইগো ন্যাচেরাল ফ্লো অফ্ এনার্জিকে ব্লক করে দেয়। তাই ওখানে জন্মে সেটা অনুভব করে তারপর শিক্ষা নিতে হয় যে সবাই আসলে সেই পরম ব্রহ্মের থেকেই জাত সত্ত্বা।

এইভাবে রঃ/বেরঃ এ; ঘুরতে ঘুরতে দেখা যায় যে মোক্ষ হওয়া সন্তরা আদতে সাদা আলোর মালা। পবিত্র আলো।

তাঁদের আত্মা বা কসমিক বডি শ্বেত কপোতের মতন সাদা আর অন্যরা রঙীন আলোর স্ফুরণ। তাই কথায় বলে অমুকে সাদামাটা মনের মানুষ অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্ত সন্তদের মতন সাদা, সফেদ , চিকন আলো আর তমুকে রঙীন মেজাজ বা মনের মানুষ -

অর্থাৎ মনের প্রসারতা কম বা অন্য নেগেটিভ কিছু বেশি । এটা কথায় বলে কিন্তু এর উৎস ঐ জিনিস থেকে যে সত্যকারের সন্তরা যাঁরা সেল্ফকে রিয়েলাইজ করেছেন তাঁরা হোয়াইট লাইট হয়ে যান আর অন্যরা সবাই কালার লাইট হয়ে থাকেন । যাঁর রঙ যত সুন্দর তিনি তত উচ্চমাপের আধ্যাত্মিক সোল আর যাঁর রং যত কদর্য সে তত ডিমনিক আত্মা । এইভাবেই অন্যান্য সাধুরা চিনতে সক্ষম হন যে কার ঠিক মোক্ষ লাভ হয়ে গিয়েছে । তাঁর নিঁখুত, নির্ভেজাল সাদা আলোই সেই কথা বলে দেয় । কারণ পরমব্রহ্ম হলেন সফেদ আলোর স্তম্ভ । জ্যোতির্লিঙ্গ । রঙীন আলো এর অর্থ হল অহং । অহং/আত্মা এর রং আছে । তাই কসমসের সব চেতনার রং রয়েছে । এটা আকাশের দিকে তাকালে দেখা যায় ও টেলিস্কোপেও দেখা যায় । আমি মোটামুটি ভাবে এটা বললাম তবে এটা অনেকটাই মিথকথন , খালি চোখে দেখা যায়না । সেই

জন্যে শান্তির বার্তা আনতে সাদা কবুতর দেখানো হতো।

যাদের পিতৃপুরুষরা উচ্চস্তরের হন তারা মোক্ষের দিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয় কারণ জগতে যতই কঠিন পরিস্থিতি হোক্‌না কেন তাদের পিতৃপুরুষেরা সেখান থেকে তাদের বার করে নিয়ে যান ও সবসময় শুভ বুদ্ধি দিয়ে থাকেন ও পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে উৎসাহ দিয়ে থাকেন । অন্যদিকে যাদের পিতৃপুরুষ তত উজ্জ্বল নয় তারা তলিয়ে যায় মহাবিশ্বের গহ্বরে কারণ তাদের অসৎ পরামর্শ লাভ হয়ে থাকে ও শয়তানের কাছে সারেন্ডার করে নিম্নগামী হবার এমন সব চিন্তা মাথায় আসতে থাকে ও অসৎ কর্ম করতে উৎসাহ আসতে থাকে যে তারা তলিয়ে যায় ধীরে ধীরে ও কর্ম গ্রাস করে নেয় এক এক করে প্রতিটা জন্মে ও বিপথগামী করে ফেলে।

মহাজগৎ চলে পুল ও পুশ এনার্জি দিয়ে। ভালো অ্যাসেন্টর গণ পুল করে উঠিয়ে দেয় উচ্চলোকে আর অন্যরা পুশ করে নামিয়ে দেয় নিম্নলোক গুলোতে। তাই অ্যাসেন্টার একটি বড় ভূমিকা নেয় মোক্ষের ক্ষেত্রে।

তাহলে কি আশা নেই ? আছে অবশ্যই। সুকর্ম , অহং কম রাখা ও ভগবানের কাছে নির্ভেজাল সারেন্ডার।মনে রাখতে হবে যে দৈত্য কূলেও প্রহ্লাদ জন্ম নেন তাই আজও আশার দীপ রয়েছে উজ্জ্বল।

শেষ করবো আয়াতোল্লা খোমেইনির কথা দিয়ে। যখন কোনো নতুন প্রযুক্তি বার হয় তখন তার সবচেয়ে সদ্ব ব্যবহার করে ধনী ও শক্তিশালী মানুষরা। এটা সবাই জানে। কিন্তু বাজে ব্যবহারও করে। তাই এই ধর্মগুরু করে কি দুনিয়ার সমস্ত রূপসী নারীদের নগ্ন করে

নিজের কম্পিউটারে রাখে । অমেরিকার বিরোধিতা করে অর্থ ও টেররিজম্ শানায় কিন্তু নিজ কম্পিউটারে অ্যাডোবির নরম তন্ত্র ব্যবহার করে ওর ভাড়া করা লোক এবং যুবরাণী ডায়না , আমেরিকান অ্যাঞ্জেলিনা জলি , কেটি হোম্স্ থেকে শুরু করে ভারতের পুণম ধীলন , সুস্মিতা সেন কে নেই ওর তালিকাতে ? কেবল ক্যামিলা পার্কার মাইনাস কারণ ওনাকে ওর সুন্দরী মনে হয়না । আর জেহনাবের মা সাবার তসবীর নেই ওখানে ।

এমন কি ইরানের সব রূপবতী রাণীদের ও শাহ্বানুর বিবসনা হওয়া তসবীরও ওখানে সেভ্ করা রয়েছে যিনি আদতে হিসেব মতন আয়াতোল্লার মা হন কারণ উনি মহারাণী , রাজমাতা । সবার মা উনি , রাজ্য পালিকা ।

এই হল এই মুসলিম ধর্মের নামে উগ্রপন্থা ও বিদ্বেষ ছড়ানো ধর্মগুরুর আসল রূপ । মুখে কোরানে সুরা ও হাতে রঙীন সুরা আর

কম্পিউটার ও পার্শিয়ান কার্পেটে মোড়া ঘরে রোজউডের ড্রয়ার ভরা থাকে এর পর্ণগ্রাফিতে। এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই কারণ এটাই কলিযুগ। কিন্তু রেড লাইন ক্রস আর চলবে না কারণ শনিদেব এখন কুম্ভ রাশিতে আছেন তাই শুম্ভ ও নিশুম্ভদের মহাপ্রয়াণের সময় এসে গিয়েছে।

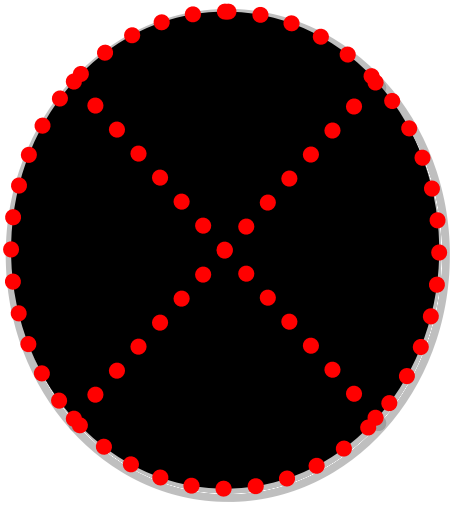

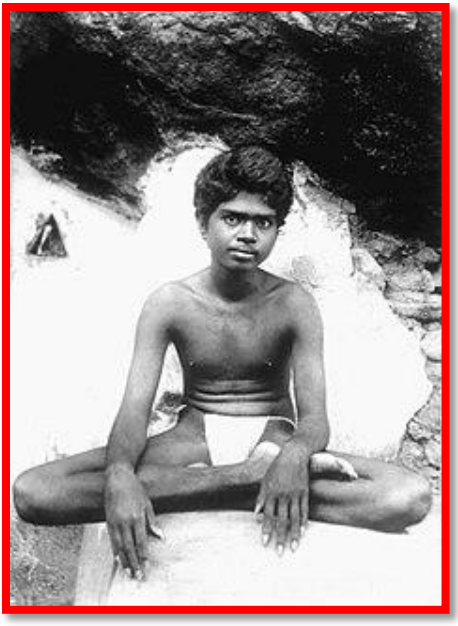

Young Maharshi after self realisation at 16

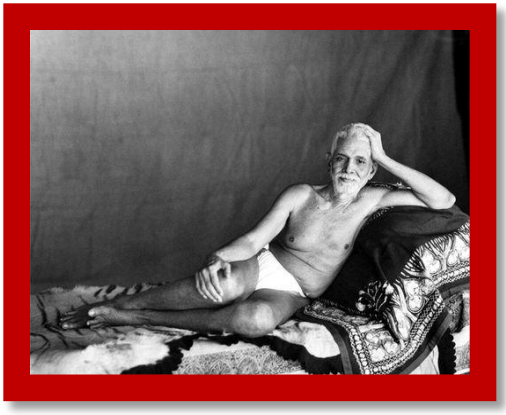

Ramana Maharshi

সমাপ্ত